মন্ত্রণালয়গুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

| ঢাকা , সোমবার, ১৯ আগস্ট ২০১৯

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যথাযথভাবে বাজেট বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য মন্ত্রণালয়গুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী তার কার্যালয়কে (পিএমও) বিষয়টির ওপর লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেন, যেহেতু আমাদের একটা ভালো সেটআপ আছে, সেহেতু এ দফতর থেকেই বিষয়টি নিয়ে নজরদারি করা দরকার- যাতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তাদের কাজের অগ্রাধিকার ঠিক করতে পারে এবং আমাদের অর্জনগুলো আমরা ধরে রাখতে পারি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল তার তেজগাঁও কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়কালে প্রদত্ত ভাষণে এ কথা বলেন। বাসস।

শেখ হাসিনা জানান, তার সরকার বিশাল বাজেট পেশ করেছে এবং মন্ত্রণালয়গুলোকে অগ্রাধিকার নিয়ে তাদের ভৌতকাজ বন্যার পরই যাতে শুরু করা যায়, এ লক্ষ্যে পেপার ওয়ার্ক শেষ করে দ্রুত উন্নয়ন কাজ করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, প্রাকৃতিক নিয়মেই বাংলাদেশে বন্যা হবে এবং এ দেশের মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গেই বসবাস করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বন্যার পরই বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজের গতি বাড়াতে হবেÑ যেন এসব প্রকল্প সঠিক সময়ে সম্পন্ন হয় এবং দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। তিনি দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে আরও সক্রিয় দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, প্রতিটি এলাকায় একটু খোঁজ নেয়া দরকার। আমরা সতর্ক করে দিয়েছিÑ কোন এলাকায় কেউ গৃহহীন থাকবেন না, কেউ ভিক্ষা করবেন না। যেখানেই গৃহহীন থাকবেন, তাদের একটি ঘর করে দিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী এ সময় তার ‘ঘরে ফেরা’ কর্মসূচি পুনরায় চালুর ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, যারা ঘরে ফিরে যেতে চান, তাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ হিসেবে আমরা বস্তিবাসীর ওপর সার্ভে করেছিলাম। এই কাজগুলো আবার করতে হবে। তিনি ‘শান্তিনিবাস’ ও ‘অবসর’ কর্মসূচিও পুনরায় চালুর কথা বলেন। তার সরকার প্রবৃদ্ধি ৮ দশমিক ১ শতাংশে উন্নীত করেছে এবং এরপর আরও যত উপরে

ওঠার চেষ্টা করা হবে, অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ীই তা দুরূহ হবে উল্লেখ করে তিনি এ সময় কাজের প্রতি সবাইকে যতœবান হওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, এখন অত দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে না। অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ীই এটা হয়ে থাকে। আর এর থেকে যেন পিছিয়ে না যায়, এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব নজিবুর রহমানের সঞ্চালনায় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচটি ইমাম, ড. মসিউর রহমান, ড. তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী, পিএমওর এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক আবুল কালাম আজাদ, পিএমও সচিব সাজ্জাদুল হাসান, প্রেস সচিব ইহসানুল করিম ও প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার নজরুল ইসলাম সভায় উপস্থিত ছিলেন।

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দুর্নীতি দমনে তার সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে ঘুষ খাবে, সেই কেবল অপরাধী নয়। যে দেবে, সেও অপরাধী। এ বিষয়টি মাথায় রেখেই পদক্ষেপ নিলে এবং এ বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ হলে অনেক কাজ আমরা দ্রুত করতে পারব। এ সময় তার সরকারের দুর্নীতি দমন কমিশন সক্রিয় থাকার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী উপার্জন অনুযায়ী ট্যাক্স প্রদানের বিষয়টিও লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কে কত ট্যাক্স দিল আর কে কত খরচ করল, এরও একটা হিসাব নেয়া দরকার।